একজন ইউপি সদস্যের বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা

মুজিববর্ষ সফল করতে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারন করে আশরাফুল ইসলাম নামের একজন ব্যক্তি নৌকার তৈরি গাড়ি বহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মেহেরপুরসহ বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে। বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও চেতনা শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরতে তার এই উদ্যোগ।
আশরাফুল ইসলাম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১০ নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা।
তিনি ঐ ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের একজন ইউপি সদস্য।
ইঞ্জিন চালিত যানে নৌকা তৈরি করে তার উপরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ফুটিয়ে তুলেছে। সাথে নৌকার গায়ে বীরশ্রেষ্ট দের ছবি লাগিয়ে সুন্দর করে সাজিয়েছেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার এই ভালোবাসা জনগণের মনে বিশাল সাড়া জাগিয়েছে।
নৌকাবহর গাড়ি যেখানেই দেখছে জনগণ সেখানে ভীড় করে তার সাথে স্বাক্ষাত করছে। কেউ কেউ গাড়ির সাথে নিজেদের ছবি মোবাইলে আবদ্ধ করে রাখছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার এই ভালোবাসাকে সাধুবাদ জানিয়েছে অনেকেই।
আশারাফুল ইসলামের কাছে এমন একটি উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক। আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারন করে বড় হয়েছি। আমি চাই এখনকার ছোট বাচ্চারাও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আদর্শিত হোক। তাই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানাতে আমার এই উদ্যোগ গ্রহণ।
তিনি জানান, আমি বিভিন্ন জাতীয় দিবসে আমাদের গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭মার্চ এর ভাষণের সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুর জীবনী তুলে ধরি। কিন্তু এতে করে শুধু আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জানতে পারে। বাইরের শিক্ষার্থীরা জানতে পারে না। তাই বাইরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবনী তুলে ধরতে আমি আজ সরাসরি রাস্তায় নেমেছি।
ঝিনাইদহ সদর থেকে রওনা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর থেকে মুজিবনগর এসেছি। মুজিবনগর থেকে ঘুরে যেয়ে কালীগঞ্জের ভিতর দিয়ে আবার ঝিনাইদহতে ফিরে যাবো।

মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলীর দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাসের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে গোপাল নগর কবস্থানের সামনে তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।
এর আগে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন।
এ সময় মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ এর পক্ষে এস আই আব্দুল আলিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খাঁন, লুৎফর রহমান, হারুন অর রশিদ, মতিয়ার রহমান, ইসমাইল হোসেন, হাইবতুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।
গার্ড অব অনারের সময় উপস্থিত সকলে মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাসের মরদেহ জতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদন করে সন্মান প্রদর্শন করেন।
পরে মুজিবনগর থানার এসআই আব্দুল আলিমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি চৌকশ দল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করেন।
গার্ড অব অনার শেষে গোপালনগর কবস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, মুজিবনগর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাস
(৯০) দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। গতকাল রবিবার বিকালে বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাস মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের মৃত লোকমান আলীর ছেলে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ৫ কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, আহত চার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পৌর নির্বাচনে কাশিপুর ৮নং ওয়ার্ডে দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া, বাড়ি ঘর ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এসময় আহত হয়েছেন ৪ জন।তবে ভোটগ্রহণ স্বাভাবিক রয়েছে।

কালীগঞ্জ থানা ওসি মাহফুজার রহমান জানান, রোববার সকাল ১০টার দিকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌর সভার ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী মেহেদী হাসান সজল ও আরিফুল ইসলাম সমর্থকদের মধ্যে ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। এসময় উভয় পক্ষের ফুল মিয়া, রওশন, মনিরুলসহ ৪ জন আহত হন। এসময় ঘটনাস্থলে বিজিবি সদস্যরা লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আহতদের কালীগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে চার মেয়রপ্রার্থী, নয়টি সাধারণ ওয়ার্ডে ৫০ জন পুরুষ কাউন্সিলর ও তিনটি সংরক্ষিত আসনে ৯ নারী কাউন্সিলর প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কালীগঞ্জ পৌরসভায় মোট ভোটার ৪০ হাজার ৫৭৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২০ হাজার ১৫৬ এবং নারী ২০ হাজার ৪২১ জন।

ঝিনাইদহ জেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার মো. রোকনুজ্জামান জানান, নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিপুল পুলিশ, র্যাব ও বিজিবি ম্যাজিস্ট্রেট’র নেতৃত্বে কাজ করে যাচ্ছে।

মুজিবনগরে রাস্তার রাজা মাটিবাহী ট্রাক্টর,সড়ক যেন মরনফাঁদ

শাকিল রেজাঃ
মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগর উপজেলার সড়ক গুলি দখলে চলে গেছে মাটিবাহী অবৈধ যান টাক্টর ট্রলির।সূর্য ওঠার সাথে সাথে শুরু হয় তাদের বিচরণ।

ট্রাক্টরের দৌরাত্বে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে এলাকবাসি। একদিকে ট্রাক্টরের ট্রলির মাটি রাস্তায় পড়ে ধুলাবালিতে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে কাঁচা পাকা রাস্তা নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া ট্রাক্টরের বেপরোয়া চলাচলে দূর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটলেও কর্তৃপক্ষের নিরব ভুমিকার কারনে ট্রাক্টর ট্রলি চালক ও ইটভাটা মালিকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে এলাকাবাসি। প্রভাবশালীদের খুঁটির জোরে এসকল ট্রাক্টর চলছে বহাল তবিয়তে।

মুজিবনগর কমপ্লেক্স থেকে মেহেরপুর প্রধান সড়ক, কেদারগন্জ বাজার হতে আটকবর সড়ক বল্লভপুর খ্রীষ্টান কবরস্থান হতে আনন্দবাস সড়ক, বল্লভপুর মুসলিম কবরস্থান হতে ভবানিপুর বাইপাস সড়ক, যতারপুর-মহাজনপুর সড়ক সহ উপজেলার প্রায় প্রত্যেক সড়কে জমদূতের মত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই সব মাটিবাহী ট্রাক্টর।

এদিকে,উপজেলার বিভিন্ন মাঠের উর্বর জমির মাটি কেটে এক শ্রেণীর মাটিখোর অসাধু মাটি ব্যাবস্যায়ী বিভিন্ন ইট ভাটায় বিক্রী করে লাখ লাখ টাকা আয় করে হচ্ছে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ।জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা লংঘন করে এলাকার প্রভাবশালীরা নির্বিঘ্নে ফসলি উর্বর কৃষি জমি নষ্ট করে পুকুর খননের নামে ব্যাপক হারে মাটি উত্তোলন করছে এ সব মাটি চলে যাচ্ছে উপজেলার বিভিন্ন ইট ভাটায়।মাটিবাহী টাক্টর চলার কারনে ধুলোবালি উড়ে ক্ষতি পরিবেশের এজমা সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ, বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোমল মতি শিশুরা।
জানা গেছে, চাষাবাদের জন্য আমদানিকৃত ট্রাক্টর এখন প্রায় প্রতিটি ইটভাটায় ইট ও মাটি পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শহর থেকে গ্রামীণ জনপদে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

নিউরো সায়েন্সেস ও হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

বোতল সমর্থকের কাণ্ড

বোতল প্রতীক গায়ে জড়িয়ে কেন্দ্রের বাইরে ঘুরছিলেন যুবক। হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ধরা পড়লেন। কিছুক্ষণ গাড়িতে বসিয়ে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে।

ঘটনাটি ঘটে ৪নং ওয়ার্ড ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভার হেলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে।

যুবক শরিফুল ইসলাম হেলাই গ্রামের আনসার আলীর ছেলে।

এ সময় কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাজিয়া সুলতানা তাকে একটি গাড়িতে বসিয়ে রাখার নির্দেশ দেন।

এর ১০ মিনিট পর ওই যুবক প্রায় ২০০ বোতল দিয়ে বানানো প্রতীক ভাঙতে বলেন। এর পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভায় রোববার সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়; একটানা চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

সকালে থেকে কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, কোথাও ভোটারের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়েনি। এখনও কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা রোকুনুজ্জামান জানান, ভোটকেন্দ্রে বিজিবি, পুলিশ, আনসার, ইস্টাকিং ফোর্স, মোবাইল কোট, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে চার মেয়রপ্রার্থী, নয়টি সাধারণ ওয়ার্ডে ৫০ জন পুরুষ কাউন্সিলর ও তিনটি সংরক্ষিত আসনে ৯ নারী কাউন্সিলর প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কালীগঞ্জ পৌরসভায় মোট ভোটার ৪০ হাজার ৫৭৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ

২০ হাজার ১৫৬ এবং নারী ২০ হাজার ৪২১ জন।

২০২৪ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রশ্নে যা বললেন প্রধানমন্ত্রী

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করার সুখবরটি জাতিকে দিতে শনিবার সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিকাল ৪টায় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন তিনি। সম্মেলনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার কথা কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ গতকাল (২৬ ফেব্রুয়ারি) স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে বলে জানান। আরও বলেন, আমরা উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছি।

প্রধানমন্ত্রী তার লিখিত বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেন। একপর্যায়ে ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী অংশ নেবেন কি না- এক সাংবাদিক জানতে চান। জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, ২০২৪ আসলে তখন সিদ্ধান্ত নেব, কী করব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য ২০২৬ সাল পর্যন্ত তার মান ধরে রাখতে হবে। এজন্য আমাদের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। আমার মনে হয়, এ কথার মধ্যে সব উত্তর আছে।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের হয়রানী বন্ধসহ ১০ দফা দাবীতে মানববন্ধন

যাচাই বাছাইয়ের নামে মুক্তিযোদ্ধাদের হয়রানী বন্ধসহ ১০ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে মানববন্ধন করেছেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ গাংনী উপজেলা শাখা। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা চত্ত্বরে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলী।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মনির হোসেন, সেকেন্দার আলী মাস্টার, আলাউদ্দীন ও নাজমুল হুসাইন। বক্তাগণ চাকরী ক্ষেত্রে সকল পদে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহাল ও বিতর্কিত কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাইয়ের নামে মুক্তিযোদ্ধাদের হয়রানী বন্ধের দাবী জানান। এসময় সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা ও প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই-বাছায়ের নামে যারা ষড়যন্ত্র করছেন তাদের এ ষড়যন্ত্র বন্ধ না করে হলে কঠোর অন্দোলনের হুশিয়ারি দেন বক্তারা।

হুমকির মুখে মেহেরপুরের দলিত জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা

মাহাবুব চান্দু

ভাষা একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। জাতিসত্তা বিকাশের অপরিহার্য মাধ্যম। আর্ন্তজাতিক মার্তভাষা দিবসের বিশ্ব স্বীকৃতিতে আমারা যেমন সম্মনিত হই, মহিমান্বিত হয় আমাদের ভাষা প্রেম ও চেতনা,তেমনি আমাদের উপর আরোপিত হয় এক অনিবার্য দায়িত্ব। বাংলা ভাষার প্রতিতো বটেই অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতির প্রতিও থাকা উচিৎ সহমার্মীক সম্পর্ক ও সম্মান।

চলেছে। আমরা যখন দেশের বিভিন্ন স্থানে বা জায়গাতে বসবাস করিনিজেদের মায়ের ভাষা ব্যবহার করলে মানুষের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যার কারণে আমাদের পরিচয় দিলে তারা অবহেলা ও ঘৃণার চোখে দেখে। আমরা স্কুল- কলেজে গেলে নিজের ভাষা, বাংলা ভাষা হতে ভিন্ন তাই অন্যের সাথে কথা বলতে বা পরিচয় দিলেবিভিন্ন সমস্যা ও দ্বিধা- দ্বন্দ্বে পড়তে হয়। এ কারণে আমাদের বেশি ভাগ শিশু লেখা-পড়া করতে চায় না এবং অশিক্ষিত বেশি। এ ভাবে চললে দেখা যাবে নতুন প্রজন্ম এ ভাষা আর হয়ত নাও রপ্ত করতে পারে।

লক্ষি বাঁসফোড় (স্টেডিয়াম পাড়াতে ভাড়া থাকে) বলেন- আমি বাসা বাড়িতে ভাড়া থাকি। পাড়া পড়শির ভয়ে আমি ভোজপুরী ভাষাতে কথা বলতে পারি না। যার কারণে আমার ছেলে-মেয়ে ভোজপুরী ভাষায় কথা বলতে পারে না।

শাওন বাঁশফোড় বলেন- আমি ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। অমি যখন স্কুলে বা খেলার মাঠে ভোজপুরী ভাষায় বলি তখন অন্যান্য বন্ধুরা হাসা-হাসি করে। তাই আমি ভোজপুরীতে বলি না।
গাংনীর দলিত হরিজন পল্লীর প্রায় ৫০ জন মানুষ ভোজপুরী ভাষায় কথা বলে। এদের আদি নিবাস বিহার। তবে অনেকের জন্মই বাংলাদেশের দিনাজপুরে। গাংনীতে বসবাস প্রায় ৪০ বছর যাবৎ।

এদেশে জন্ম হলেও এরা মাতৃভাষা ভোজপুরী ভুলে যায়নি। পরিবারের সকলে মিলে মিশে অতি অল্প জায়গায় এরা বসবাস করে। গোত্রের লোকজন নিজেদের মধ্যে মাতৃভাষা ভোজপুরীতে কথা বলে। তবে অন্যদের সহিত বাংলা ভাষাতেই মনের ভাব বিনিময় করে।

দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী শ্রী মানিক বাঁসফোড় বলেন -ভোজপুরী এবং বাংলা দুটো ভাষায় তাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং দুটোর প্রতিই তাদের সমান ভালবাসা।
শ্রী বাবু বাঁসফোড় বলেন – চর্চা না থাকায় লিখিত রুপ তাদের জানা নেই। তবে তারা মাতৃভাষা ভোজপুরী ভুলে যায়নি। পরিবারের সদস্য ও গোত্রের সদস্যদের মধ্যে এই ভাষাতেই মনের ভাব বিনিময় করি।

শ্রী প্রদীপ বাঁসফোড়- নিম্ন লিখিত বাক্যের সুন্দর অনুবাদ করে শোনান- আপনার নাম কি? অনুবাদ করতে বললে তিনি বলেন (তোহার নাম কাহা?), বাড়ি কোথায়? (ঘর কাহা?) তুমি কোন ক্লাসে পড়? (কোন ক্লাস মে পড়েলিস?), মা আমাকে ভাত দাও (এই মায়ে ভাত দে), খাতায় লিখতে দেখে শ্রী পারুল বাঁসফোড় বলেন ভাষা কাহে লিখওয়াতা? (ভাষা

কিসের জন্য লিখছেন?)

সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের ভাষাকে প্রধ্যান্য দিয়ে অন্য সব ভাষার বিরোধিতা করলে- অনেক জণগোষ্ঠীই তাদের মাতৃভাষাকে হারিয়ে ফেলবে। বাঙলা ভাষার গৌরব রক্ষার নামে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়াহচ্ছে। অথচ এদেশে বসবাস করছে অনেক নৃ-গোষ্ঠী বা হরিজন সম্প্রদায় যাদের নিজস্ব ভাষা অছে।

কবি, ছড়াকার ও শিক্ষক ইয়ামিন হাসান বলেন- “প্রতিটি মাতৃভাষাকেই মর্যাদা দিতে হবে। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে যখন স্বীকৃতি দেওয়া হলো সেখানে সুস্পষ্ট ভাবে এটি উল্লেখ ছিল। বাঙ্গালী একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য লড়াই করেছিল। আমাদের দেশের অন্যান্য ভাষাগুলোকে সংরক্ষণের জন্য যদি রাষ্ট্রিয় ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয় তাহলে এই ভাষাগুলো বিলুপ্ত হবে। যেটা ভাষার জন্য নেতৃত্বদানকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশে^র কাছে লজ্জিত হবে।”

লেখক ও শিক্ষক শাশ^ত নিপ্পন বলেন- ভিন্ন ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সন্তানদের নিজ নিজ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রনয়নের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভাষাগুলো বেঁচে থাকবে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেত বলেন- আমরা ভাষার জন্য লড়াই করেছিলাম। এটা আমাদের গর্বের অর্জন। ভাষাকে ঘিরেই মানুষের আত্মবিকাশের সুযোগ ঘটে। ভাষা বিলুপ্ত হলে অত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হবে। ৫২ এর ভাষা আন্দোলন প্রতিটি ভাষার মর্যাদা দিতে শিখিয়েছে। যে ভাষাগুলো বিপন্ন হতে চলেছে সেগুলোকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে। প্রাক-প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন ভাষায় পাঠদানের ব্যবস্থা করলে অনেটাই বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

তিন বছরেও শেষ হয়নি ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা হাসপাতালের নির্মাণ কাজ

ঝিনাইদহ জেলা সদরে ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের নির্মাণ কাজ ৩ বছরেও শেষ হয়নি। অথচ নির্মাণ কাজটি ১৮ মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য চুক্তি করেছিল টিই এন্ড ইউসিসি জেবি নামের ঢাকার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।
এদিকে যথাসময়ে আট তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনের কাজ শেষ না হওয়ায় পুরানো ভবনের মেঝে ও বরান্দায় রোগীরা দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা চরম ভাবে ব্যহত হচ্ছে।
তবে ঠিকাদার সাইফুল ইসলাম টিপু জানিয়েছেন, ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগে ঘন ঘন নির্বাহী প্রকৌশলী বদলী হওয়ার কারণে তারা ঠিকমতো সহায়তা পাননি। তারপরও ছিল ফান্ড সল্পতা। আগামী এক মাসের মধ্যেই ভবনটি হস্তান্তর করা হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ হারুন অর রশিদ গতকাল শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জানান, ২০১৬ সালের ১৯ জুন এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের ব্যয় ছিল ৩৭ কোটি সাড়ে ২৩ লাখ টাকা। ১৮ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করে ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভবন হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ৩ বছরেও ভবন হস্তান্তর করতে পারেনি।
তিনি জানান, সর্বশেষ বৈদ্যুতিক সংযোগ, পাম্প ও লিফটের কাজ শেষ হওয়ার পথে। আগামী ১৭ এপ্রিল শিশু দিবস উপলক্ষ্যে হাসপাতাল ভবন হস্তান্তরের চেষ্টা করা হচ্ছে। ডাঃ হারুন জানান, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে প্রতিদিন এক হাজারের বেশি রোগী বর্হিবিভাগে দেখা হয়। গতকাল শনিবার পর্যন্ত একশ বেডের বিপরীতে ২৭৬ জন রোগী ভর্তি ছিল। ভবন হস্তান্তর না হওয়ায় প্রশাসনিক অনুমোদন, জনবল নিয়োগ, ২৫০ বেডের খাবার সুবিধা ও ঔষধের বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বলেন ইতোমধ্যে হাসপাতালের ৯ তলা ভবনে করোনা ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। বরাদ্দ পাওয়া গেছে বলে ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগ তাকে জানিয়েছে।
এদিকে হাসপাতালের নির্মাণ কাজের মন্থর গতি নিয়ে বিল প্রদানে ঠিকাদার ও তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার ইবনে শাঈখের মধ্যে বিরোধের কারণ ছিল অন্যতম। নির্মাণ কাজের টেণ্ডার এমাউন্ট ছিল ৩৭

কোটি ২৩ লাখ টাকা। কিন্তু নকশা ও ডিজাইন মোতাবেক কাজ করতে গিয়ে ভেরিয়েশন, রিভাইসড এবং ওপি সমন্বয়সহ মোট নির্মাণ মূল্য দাড়ায় ৪২ কোটি ৫৬ লাখ টাকায়। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট অনুমোদন দেয় ৪০ কোটি। ঠিকাদার সাইফুল ইসলাম টিপু জানান, তিনি ৪০ কোটি টাকার মধ্যে ৩৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকা পেয়েছেন। এখনো অনুমোদিত বিলের ৩৩ লাখ টাকা পাবেন। প্রকল্পের অতিরিক্ত ২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা তিনি খরচ করলেও এখনো ডিপার্টমেন্ট তা অনুমোদন করাতে পারেনি। অতিরিক্ত বিলের প্রায় আড়াই কোটি টাকা না পেলেও নিজ জেলার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি নতুন ভবন হস্তান্তর করে দিবেন বলে ঠিকাদার গণমাধ্যম কর্মীদের জানান।
ঠিকাদারের ভাষ্যমতে এই প্রকল্প শুরুর পর থেকে ৫ জন নির্বাহী প্রকৌশলীর বদলী হয়। নুতন নতুন নির্বাহী প্রকৌশলী এসে কাজ বুঝে নিতে নিতেই বদলী হয়ে যান। এতে কাজে ব্যঘাত সৃষ্টি করে।
ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল মোত্তালেব জানান, পাম্পের কাজ শেষ হলেও আমরা ঠিকাদারের কাছ থেকে ভবন বুঝে নেব। সেটা বড়জোর এক মাস সময় লাগতে পারে।